[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

পরিষদে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার ২৩ আগস্ট সকাল ১১ টার সময় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সভাপতিত্বে সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার উপ পরিদর্শক জনাব শফিকুর রহমান, সহ উপ পরিদর্শক মারুফ হোসেন।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আইন- শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করতে বলা হয়। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন উপস্থিত থাকা বক্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুন্তাজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক, মুক্তিযোদ্ধা কামান্ডার জনাব তমছের আলী, জনাব হাতেম আলী, মহিউদ্দিন ও ইউ, পি সদস্য বৃন্দ এবং ইউপি সচিব হারুন- অর- রশীদ প্রমুখ।

কুড়ুলগাছিতে শিক্ষার্থীদের রাতে আড্ডা বন্ধে ঝটিকা অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীর কুড়ুলগাছি বাজারে বিভিন্ন দোকানঘরে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি; নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ০৩ নং ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা, জীবননগর, সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল।

এসময় প্রধান অতিথি সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিট পুলিশিং। পারিবারিক ও সামাজিক পরিম-লে যে সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করতে পারছেন না তা বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে আপনারা আইনগত ভিত্তির মধ্যে চলে এসে দ্রুত সমাধান পাবেন। দামুড়হুদা থানাকে ০ ৬ টি ইউনিয়নকে ৬ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিটি বিটের বিট অফিসার একজন এসআই। উনার সাথে থাকবেন একাধিক এসএসআই ও দুজন কনস্টেবল। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সাথে কিছু মানুষকে জুড়ে দিয়ে কাজ করা হয়েছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। বিট পুলিশিংয়ের একটি আইনগত ফ্রেমের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পুলিশই কাজটি করবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো যাতে আপনারা বিটের মাধ্যমে সহজেই সমাধান পেতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কোথায় যাবেন? কিভাবে যাবেন? কিভাবে প্রতিকার পাবেন? তা অনেকে জানেন না।

বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন অনেকে। এখন আর ছুটাছটি করতে হবে না। বিটের মাধ্যমে এসব পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান করা হবে। বিট পুলিশিংয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান আইজিপি মহোদয় উঁনি যখন ডিএমপি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি ডিএমপি এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম খুব জোরেশোরে চালু করেছিলেন। এটার ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিলো। উঁনি চান এ ধারণা শুধু

ডিএমপিতে না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে। এর অনেক সুফল আছে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ জনগণকে পুলিশের সেবা নিতে অনেক পথ অতিক্রম করে থানায় যেতে হয়। পুলিশের সেবা এখন জনগণের দোরগোড়ায়। দ্রুত যেকোনো ধরনের পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা এখন অনেকটা মাদকমুক্ত হয়েছে।

আমরা মাদক নিয়ন্ত্রণে কিট নিয়ে আসছি। প্রথমে পুলিশকে পরীক্ষা করা হবে। কোনো পুলিশ সদস্য মাদকাসক্তের তালিকায় আসলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি পুলিশের সহযোগিতা করার আহ্বান রেখে আরও বলেন, আপনাদের সহযোগিতা চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম স্যার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদকমুক্ত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

আরও উপস্হিত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন,রবিউল হোসেন শুকলাল,আব্দুল কাদের বিশ্বাস,আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম- আহবায়ক শওকত আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দামুড়হুদা থানার সকল পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সকল গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্র তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ জাতির ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা পেছনের দিকে নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবেন।

আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে অনেক অবদান সকলের। কিন্তু একটি চক্র বোমা মেরে, মানুষ পুড়িয়ে আন্দোলনের নামে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলো তা কারো জন্য কাম্য নয়। আপনি যে দলেরই হোন না কেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। সেই অপরাধ কাজ থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে স্বাধনীতা বিরোধী শক্তি জামায়াত শিবির আলবদর তারা কিন্তু অপরাধমূলক কাজ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

এ আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে জঙ্গি কার্যক্রম। কিন্তু পুলিশের ভূমিকায় জঙ্গি দমন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা। পুলিশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো যাতে আবারও এসব কাজ করে দেশকে পিছিয়ে নিতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দামুড়হুদার মোক্তারপুরে সংঘর্ষে নারীসহ দুজন আহত, পাল্টাপাল্টি মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুরে জমি-জমা নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ দুইপক্ষের দুজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক পক্ষের দুজন আসামিকে আটক করে থানার পুলিশ। দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন- মোক্তারপুর গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৩৩) ও উত্তর চাঁদপুরের মোস্তাকের স্ত্রী সাথী খাতুন (২৫)।

আটককৃতরা হলেন- উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুর আলিম (৫২) ও একই গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুল আজিজ (৫৫)।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে উত্তর চাঁদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মোক্তারপুর গ্রামের আব্দুল জালাল বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুল আলীম, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হালিম, আব্দুল আজিজের ছেলে হাসান আলী, মোস্তাক আলী ও আব্দুল আলিমের ছেলে মামুনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

অপর পক্ষের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের আব্বস বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মোক্তারপুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে শফিকুল ইসলাম, সামাদ, হাফিজ, মিনারুর, রাজ্জাকের ছেলে নুহুনবী, নবীর ছেলে বাবু, জালালের ছেলে রফিকুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ৩ সন্তানের জননী শুকজান খাতুন (৪০) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুকজান খাতুন হচ্ছেন- মোক্তারপুর গ্রামের মাঠাপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী। তিনি ৩ সন্তানের জননী। স্থানীয় ও পারিবারিকসুত্রে জানাগেছে, গতকাল নিজ বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে যায়।

এসময় বিদ্যুতে তারে অসাবধানতাবশত ছেঁড়া জায়গায় হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেলে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে। গতকাল মাগরিবের নামাজের পর মুক্তারপুর কবরস্থানে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মুসুল্লিদের উপস্থিতে মৃতব্যক্তির জানাযা শেষে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর হাসান আলী সাংবাদিকদের জানান, বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে গেলে ছেঁড়া জায়গায় অসাবধানবসত হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গার রাজকুমার নৌকা তৈরি করে স্বাবলম্বী

পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখতে যুগ-যুগ ধরে নৌকা তৈরিতে কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মৃত টরেন মন্ডলের ছেলে রাজকুমার। নিজের কারখানায় দিন-রাত পরিশ্রম করে এ ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল হয়েছেন তিনি।

সরেজমিনে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কারখানায় দেখা যায় নৌকা তৈরির কারিগর রাজকুমার ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। মূলত তারা পেশা কাঠ মিস্ত্রি।

শুকনো মৌসুমের ৬ মাস তিনি বাজারে নিজের কারখানায় আসবাব পত্রসহ কাঠের জিনিষ নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন। নৌকা তৈরীর কারিগর রাজকুমার জানান, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে আমি নৌকা তৈরি করি। দিন-রাত পরিশ্রম করে মৌসুমে ১৫ থেকে ২০ টা নৌকা তৈরি করি। আমি ৮ বছর বয়স থেকে আমার বাবার সাথে নৌকা তৈরির কাজ করতাম। আমার বাবার কাছেই এই কাজ শিখেছি। প্রায় ৪০ বছরের উপরে এই কাজে জড়িত।

একটা নৌকা তৈরি করে ৭ হাজার টাকা থেকে ৯ হাজার পর্যন্ত নিয়ে থাকি। এই কাজ করে মোটামুটিভাবে সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। তিনি আরও জানান, বেসরকারী বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গাছ ক্রয় করি। কিন্তু এনজিওর কিস্তি গুনতে হয় প্রতি সপ্তাহে। তাই সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সুদমুক্ত ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে এ শিল্পটিকে টিকিয়ে

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর পাওয়াসহ নানা দ্বিধায় হতাশায় ভুগছেন তারা। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর পানির অভাবে পাট পচানোতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও বিগত কয়েক বছর পাটের ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন কৃষকেরা।

তাই লাভের মুখ দেখতে এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় আবাদের পরিমাণও বেড়েছে। এ ছাড়াও চলতি মৌসুমে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ায় পাট কাটা ও পাট ডোবানো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে পাট বিক্রি শুরু হবে। তবে এবার দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকেরা রয়েছেন সংশয়ে।

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে নুর বক্সের ছেলে কাউছার আলী, আবুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান, হাজী আব্দুল ওহাবের ছেলে আরিফুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে জামাত আলী জানান, পাটচাষে ব্যাপক খরচ।

এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রথমে চারটি চাষ দিতে হয়। এতে খরচ হয় ১

হাজার ২০০ টাকা, পাটের বীজ কিনতে ২০০ টাকা, দুইটা সেচ দিতে এক হাজার টাকা, তিনবার সার দিতে খরচ হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা, বিঘাপ্রতি নিড়ানি দিতে ১০ জন দিনমজুর লাগে। তার খরচ ২৫০ টাকা দরে ২ হাজার ৫০০ টাকা, পাট কাটা শ্রমিক লাগে বিঘাপ্রতি চারজন, যার দাম ১ হাজার টাকা, পাটগুলো আঁটি বাঁধতে দুইজন শ্রমিকের ৫০০ টাকা, পাটের আঁটি বহন করতে শ্রমিক লাগে তিনজন, যার মূল্য ৭৫০ টাকা, বহন খরচ এক হাজার টাকা, পাট জাগ দিতে চারজন শ্রমিকের মূল্য এক হাজার টাকা, কাঁচা লেবার ছয়জন, যার মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পাট শুকাতে চারজন শ্রমিক লাগে, যার মূল্য এক হাজার টাকা এবং পাট শুকানোর পর আড়তে নেয়া খরচ ১০০ টাকা। এক বিঘা পাট চাষে পর্যায়ক্রমে মোট খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদন হয় ৮-৯ মণ।

দর্শনা পুরনো বাজারের বড় আড়ৎদার আব্দুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান বাজারে ১৫-১৬ শত টাকা মণ চলছে। তবে যেভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে তাতে করে আমারাও পাট বেচাকেনা নিয়ে চিন্তায় আছি।

বর্তমান মূল্যে অনুযায়ী বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ এবং ১ হাজার ৬০০ টাকা হারে দাম ধরা হলে এক বিঘা পাট বিক্রি হয় ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিঘাপ্রতি পাট চাষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ হচ্ছে ৮৫০ টাকা। যদি পাটের মূল্য বা উৎপাদন কম হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

দামুড়হুদার বিষ্ণপুর বাজারে

৯জন কে জরিমানা

দামুড়হুদার বিষ্ণপুর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ৯জন কে জরিমানা করেছে।

গতকাল বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান এ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করার অপরাধে দণ্ডবিধি ১৮৬০সালের ১৮৮ধারায় বিষ্ণপুর গ্রামের মাসদু রানা কে ১হাজার টাকা, আলামিন কে ৫শ টাকা, হাবিবুর, জিনারুল, হান্নান, আলম মোল্লা, আমিনুল, শহর আলি ও ইকরামুল কে ৫০টাকা করে জরিমানা করেছে আদালতের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালতে দণ্ডপ্রাপ্তরা তাদের উপর ধার্যকৃত জরিমানার অর্থ নগদে পরিষোধ করে। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাস্ক বিতরণ করেন।

আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের সার্টিফিকেট সহকারী জিহন আলি,অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ ১০১ জনের করোনা শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গায় একদিনে সর্বোচ্চ ১০১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৭৮৯ জন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম দফায় ৭১ টি এবং রাতে আরো ৩০টি পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ১৫৬ জনের নমুনা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭১ জনের করোনা পজেটিভ। তিনি জানান, গত এক মাসে